স্টুডেন্টস্ হেলথ হোমের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

হেলথ হোম

এপ্রিল – জুন ২০২২

৫ই জুন ২০২২ — দাও ফিরে সে অরণ্য লহ এ নগর

শ্রীমতি পায়েল ঘোষ, *শিক্ষিকা*

''দাও ফিরে সে অরণ্য, লহ এ নগর,
লও যত লৌহ, লৌষ্ট্র, কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নব সভ্যতা, হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী
দাও সে তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি।''

— সভ্যতার প্রতি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন পরিবেশ-প্রকৃতি কিন্তু প্রতিনিয়ত এ পরিবেশকে আমরা নানাভাবে দূষিত করে আসছি। বিশ্বজুড়ে এখন পরিবেশ-দূষণের মাত্রা ভয়াবহ। পরিবেশ দূষণের উল্লেখযোগ্য কারণের মধ্যে রয়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, বৃক্ষচ্ছেদন / বৃক্ষনিধন, প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার, শিল্পায়ন, সার, কীটনাশকের অতিরিক্ত ব্যবহার, কলকারখানার বর্জ্য বিষাক্ত ধোঁয়া, ওজোন স্তরের ক্ষয়, অ্যাসিড বৃষ্টি, প্লাস্টিক দ্রব্যের ব্যবহার ইত্যাদি। ভয়াবহ পরিবেশ দূষণের কবলে পড়ে আজ বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ শঙ্কার মধ্যে রয়েছে, অপেক্ষা করছে মহাধ্বংস, আজ জলে বিষ, বাতাসে আতঙ্ক, মাটিতে মহাত্রাস।

আধুনিক বিশ্বের পরিবেশগত সমস্যাগুলি আলোচনা করে দেখা যায় —

১) ওজোন স্তরের ঘনত্ব হ্রাস যার ফলে সূর্যের অতিবেগুনী বিকিরণ থেকে সুরক্ষা হ্রাস পায়, যার ফলে ত্বকের ক্যানসার সহ বিবিধ রোগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।
২) গত ১০০ বছরে বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা 0.3°C - 0.4°C বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে উত্তরে তুষারের এলাকা 8% হ্রাস পেয়েছে। বিশ্বে মহাসাগরের জল স্তর ২০ সেমি পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩) বিশ্বে ৬০০ মিলিয়ন গাড়ি রয়েছে যার প্রতিটি দৈনিক ৪ কেজি কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, জিংক বায়ুমন্ডলে নির্গত করে।
৪) বায়ুদূষণের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃষ্টির জলে অ্যাসিডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা খাদ্যশস্যকে বিষাক্ত করছে, প্রতি মিনিটে ২১ হেক্টর কৃষিযোগ্য জমি মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে। প্রতি মিনিটে ৫০ হেক্টর উর্বর জমি বালুকাকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।
৫) বিজ্ঞানীদের মতে জলজ বাস্তুতন্ত্রে প্রবেশকারী বার্ষিক প্লাস্টিক বর্জ্য ২০১৬ সালের ৯-১৪ মিলিয়ন টন থেকে ২০৪০ সালের মধ্যে ২৩-৩৭ মিলিয়ন টন হতে পারে।
৬) বিশ্বের প্রায় এক তৃতীয়াংশ কৃষিজমি ক্ষয়প্রাপ্ত, বিশ্বব্যাপী আভ্যন্তরীণ জলাভূমির প্রায় ৮৭ শতাংশ অদৃশ্য এবং বাণিজ্যিক মাছের প্রজাতির এক তৃতীয়াংশ অতিরিক্ত শোষণ করা হয়েছে।
৭) বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন যে ২০৪০ সালের মধ্যে বিশ্বের জনসংখ্যা নয় বিলিয়নে পৌঁছে যাবে যার ফলে খাদ্য, জলের তীব্র ঘাটতি দেখা যাবে।
৮) প্রতি বছর হাজার হাজার টনের বেশি বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগ বিশ্ব মহাসাগরে নির্গত হয়, শুধু তাই নয় বিদ্যুৎকেন্দ্র, শিল্পাঞ্চল থেকে উত্তপ্ত বর্জ্য জল নিষ্কাশনের ফলে জলাশয় এবং উপকূলীয় সমুদ্র অঞ্চলের তাপীয় প্রদূষণ ঘটে। যা সামগ্রিকভাবে বিশ্ব মহাসাগরে বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিশীলতার জন্য মারাত্মক হতে পারে।
৯) আধুনিক বিশ্বের একজন ব্যক্তি প্রতিদিন কয়েক কিলোগ্রাম আর্বজনা উৎপাদন করে যা টিনজাত খাবার এবং পানীয়ের ক্যান, পলিথিন গ্লাস ইত্যাদি। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এইসব আবর্জনা রাস্তায় পড়ে থাকে যা মাটি এবং জল প্রদূষণের প্রকোপ বৃদ্ধি করে শুধু তাই নয় বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার বংশবিস্তার বৃদ্ধিকে প্ররোচিত করে।
১০) শস্যরক্ষার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরী কীটনাশকের প্রয়োগ বৃদ্ধির ফলে জটিল ও কঠিন রোগ দানা বাঁধে আমাদের শরীরে।
১১) পরিবেশ দূষণের জীবন্ত প্রতিমূর্তি হচ্ছে তাজমহল, অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে এর রং হলদেটে থেকে বাদামী হয়ে গেছে।

এখন প্রয়োজন পরিবেশ সচেতনতা বাড়ানোর। একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আমাদের হাতে যেটুকু ক্ষমতা রয়েছে তা দিয়েই আমরা প্রকৃতিকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করব। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কিছু কিছু ছোটোখাটো পদক্ষেপের মধ্যে দিয়ে আমরা পরিবেশ রক্ষার নতুন অভিযান শুরু করতে পারি। যেমন — ১) বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা ২) ছোটো খাটো কাজের জন্য সোলার পাওয়ার ব্যবহার করা, ৩) কাঠের উনুন ব্যবহার কম করা, ৪) পরিবেশবান্ধব যানবাহনের ব্যবহার করা, ৫) কীটনাশক ও রাসায়নিক পদার্থ কম ব্যবহার করা, ৬) এয়ার কন্ডিশনারের ব্যবহার কম করা, ৭) অর্গ্যানিক খাদ্যবস্তুর ওপর জোর দেওয়া, ৮) নির্দিষ্ট স্থানে আবর্জনা ফেলা।

এইভাবে কিছু ছোটোখাটো অভ্যাস বদলের মধ্য দিয়ে আমরা বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাফল্যমন্ডিত করে তুলতে পারি যা আমাদের আগামী প্রজন্মকে একটি সুস্থ পৃথিবী উপহার দেবে এবং সেটাই হবে ধরিত্রীর বুকে মানবসভ্যতার ধারক এবং বাহক প্রকৃতির প্রতি মানুষের শ্রদ্ধার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য। তাই কবির ভাষায় আজ এই বিশ্ব পরিবেশ দিবসে আমাদের অঙ্গীকার হোক — 'এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি।''

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস

শ্রীমতি অন্বেষা ঘোষ, *শিক্ষিকা*

প্রতি বছর ১২ জুন দিনটিকে বিশ্ব শিশুশ্রম বিরোধী দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ১৯ বছর আগে এই দিবসের সূচনা করেছিল আন্তর্জাতিক শ্রম সংঘ (আই এল ও)। ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের শ্রম না করিয়ে তাদের শিক্ষার সুযোগ দান ও অগ্রগতির লক্ষ্যে সচেতনার প্রসারই এই দিবসের লক্ষ্য। কোনও শিশুর চোখের স্বপ্ন ও শৈশব যাতে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে হয়ে না যায় সেই লক্ষ্যেই এই দিবস উদ্‌যাপন।

এই সচেতনতা প্রসারের লক্ষ্যে এই দিনটিতে। সমগ্র বিশ্বে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিশুশ্রম রোধ ও বিলুপ্তিই এই দিবসের উদ্দেশ্য। এই দিনটিতে শিশু শ্রমিকদের দুর্দশার চিত্র তুলে সচেতনতার প্রসার করা হয়।

শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষাকল্পে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম বন্ধে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনকে একজোটে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করতে এই দিবসটি পালিত হয়। ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতি সংঘের সাধারণ পরিষদে 'জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ' অনুমোদিত হয়। ১৯৯২ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই এল ও) শিশুশ্রম বন্ধ করতে এক কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং ২০০২ সালের ১২ জুন থেকে আন্তর্জাতিক শিশুশ্রম সংস্থা (আই এল ও) বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিবছর দিবসটি 'বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালন করে আসছে। বর্তমানে বাংলাদেশ সহ ৮০টি দেশ এ দিবস পালন করছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই এল ও) এর মতে বিশ্বব্যাপী প্রায় ১৫২ মিলিয়ন শিশু শিশুশ্রমে নিয়োজিত, যাদের মধ্যে ৭২ মিলিয়ন বিপজ্জনক কাজে রয়েছে। ভারতের শিশুরা কলকারখানা, হোটেল, রেস্তোরাঁ, গৃহকর্ম ছাড়াও মাদক উপাদন, দাসত্বের শৃঙ্খলে আজও বন্দী। একটি জরিপে দেখা গেছে এসব শিশুশ্রমিকের প্রায় ৫০ভাগ শিশু পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস। শুধুমাত্র একবেলা অন্ন সংস্থান করতে গিয়ে অতি কম পারিশ্রমীকে দিনে ১৬ ঘন্টা বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক খাত, যেমন ট্যানারি, শিল্প-কারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, জাহাজ, ভাভা, পরিবহন সেক্টর এবং অনানুষ্ঠানিক খাত যেমন কৃষি, পশুপালন, গৃহকর্ম, নির্মাণ কর্ম, ইটভাটা, রিকশা ভ্যান চালানো, লোহা কাটার কাজ সহ প্রভৃতি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে যাচ্ছে।

বিভিন্ন স্থানে প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা। যেসব শিশুশ্রমিকরা দেশলাই, বিড়ি, প্লাস্টিক, গ্লাস, চামড়াসহ বিভিন্ন কারখানা ও ওয়ার্কশপে কাজ করতে গিয়ে রাসায়নিক বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে। ইউনিসেফের মতে, দারিদ্র্য শিশুশ্রমের সবচেয়ে বড় কারণ। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশ্বের উন্নয়নশীল ও অনুন্নত অংশের গ্রামীণ ও দরিদ্র মানুষদের সামনের প্রকৃত এবং অর্থবহ বিকল্প নেই। স্কুল এবং শিক্ষকও অনুপলব্ধ। শিশুশ্রম একটি অপ্রাকৃতিক ফলাফল।

ছেলেমেয়েদের মধ্যে, ইউনিসেফ দেখেছে যে, মেয়েদের স্কুল ছেড়ে দেওয়া, গার্হস্থ্য কাজ করার সম্ভাবনা দ্বিগুণ বেশি। মেয়েদের শিক্ষিত করার ব্যাপারটি ভারত, সারা বিশ্বে কম অগ্রাধিকার পায়।

শিশুশ্রমের ফলে একটি শিশুর দৈহিক মানসিক দুটো ক্ষেত্রেই নেতিবাচক প্রভাব দেখা দেয়। একদিকে অনুপযুক্ত পরিবেশে কাজ করার দরুণ। তাকে রোগাক্রান্ত হতে হয়, অন্যদিকে তারা ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম না করায় অপুষ্টি ও রক্তশূণ্যতায় ভোগে এবং কাজের চাপে শিশুর মন ভারাক্রান্ত হয়। ওরা জীবনের প্রথম ধাপেই ভেঙে যায়, যার ফলে একটি শিশুর ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। শিশুদের কাজ করানো একটি মানবতাবিরোধী কাজ। দেশে কিংবা মহাদেশে নির্বিশেষে এর পরিণতি ভীষণ ভয়াবহ।

অতিরিক্ত শ্রমদানের কারণে শিশুদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। তারা অপুষ্টিজনিত নানা রোগের শিকার হয়। কলকারখানায় কাজ করা শিশুরা রাসায়নিক পদার্থ ও দূষিত পদার্থের সংস্পর্শে আসে। ফলে কম বয়সেই চোখের অসুখ, ফুসফুসের নানা সমস্যা, এমনকি ক্যান্সারের মতো মারণরোগেরও শিকার হয়।

কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য উভয় সরকারই শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করেছে। কারখানা আইন ১৯৪৮ এই আইনে ১৪ বছরে কম বয়সী শিশুদের কোনো কারখানায় নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

খনি আইন, ১৯৫২ অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুদের নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই শিশুশ্রমিকের সমস্যা সমাধানের জন্য সবার আগে প্রয়োজন সঠিক শিক্ষার প্রসার, সচেতনতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য দূরীকরণ।

ভারতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্ন শিশুশ্রম সংক্রান্ত নীতি প্রদান ও তত্ত্বাবধানের কাজ করে। ওসমেন্ট-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, কেয়ার ইণ্ডিয়া, চাইল্ড রাইটস্ অ্যান্ড ইউ, গ্রোবাল মার্চ এগেইনস্ট চাইল্ড লেবার শিক্ষা এবং সম্পদের উপলব্ধতার মাধ্যমে শিশু শ্রমের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বাস্তবায়িত হয়েছে।

প্রতি বছর ১২ জুন দিনটিকে বিশ্ব শিশুশ্রম বিরোধী দিবস হিসেবে পালন করা হয়। প্রত্যেক বছরই এই দিবসের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়বস্তু স্থির করা হয়। ২০১৯ — এর থিম ছিল ''শিশুদের ক্ষেতের কাজ নয়, বরং স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে কাজ করা উচিত।''

কোভিড-১৯ ভাইরাস সংক্রমণের কারণে বিভিন্ন দেশে লকডাউন জারি হয়। বহু শিশুর জীবনেও এর প্রভাব পড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে অনেক শিশুকেই শিশুশ্রমের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। এজন্য ২০২১-র বিশ্ব শিশুশ্রম বিরোধী দিবসের থিম — করোনাভাইরাস পর্বে শিশুদের সুরক্ষা, শিশুদের উন্নতি, অধিকারের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের ওপর দৃষ্টি আকর্ষণের ক্ষেত্রে এই দিনটির তাৎপর্য অপরিসীম।

প্রত্যেক শিশুই এক একজন ভবিষ্যতের মানব। এই শিশুদের মাঝেই সুপ্ত থাকে ভবিষ্যৎ মানবের সব শক্তি ও সম্ভাবনা। আজকের শিশু আগামী দিনে পরিচালনা করবে দেশ ও সমাজ, গড়ে তুলবে সভ্যতার নতুন ইমারত। ওদের হাতে বস্তা বা হাতুড়ি নয়; কলম আর বই থাকুক। দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যই শিশুশ্রম প্রতিরোধ প্রত্যেকের কাছেই একটি কর্তব্য।

শুধুমাত্র সভা আর সেমিনার নয়, শিশুশ্রম দূরীকরণের প্রয়োজন সরকারি ও বেসরকারি সম্মিলিত প্রচেষ্টা। প্রকৃত অর্থে শিশুকল্যাণে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে।

সম্পাদকীয়

বিগত এক দশক ধরে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও স্টুডেন্টস হেলথ হোম (হোম) আন্দোলন এখনও স্বমহিমায়। ছাত্র মানেই ভবিষ্যত প্রজন্ম। আরও পাঁচটা সামাজিক অগ্রাধিকারের মাঝে এই ভবিষ্যত প্রজন্মের সুস্বাস্থ্যের চিন্তা অবহেলিত হবার সম্ভাবনা থেকেই যায়। তাতে যে সমূহ ক্ষতি। তাই সেই ১৯৫২ থেকে ৭০ বছর পথ হেঁটেও স্টুডেন্টস হেলথ হোম আন্দোলন আজও সমান ভাবেই প্রাসঙ্গিক। জাতপাত, ধর্মীয় মাপকাঠি বা রাজনৈতিক সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় না দেবার যে বাসনা সৃষ্টি লগ্নে এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষেরা মনে পোষণ করেছিলেন। ইতি উতি সামান্য বিচ্যুতি ব্যতিরেকে বর্তমান কান্ডারীরাও তাকে সমান ভাবেই মর্যাদা দিয়ে চলেছেন। তাই প্রকৃত ইতিহাস না জেনে কেউ কখনও একে আক্রমণ করলেও আঘাত প্রশমিত করার মানুষেরও অভাব হয় না।

বর্তমানে একদিকে সরকারী স্বাস্থ্য পরিষেবায় অত্যন্ত চাপ ও অন্যান্য বিবিধ কারণে হয়রানি আর অন্যদিকে মুনাফাকামী বেসরকারি পরিষেবা সুযোগ সন্ধানীর মতো ওঁত পেতে আছে। মানুষ জেরবার।করোনাকালে এ সঙ্কট নিদারুণভাবে উন্মোচিত। এই সমস্যার কিছু সুরাহার সন্ধানে নেমেছে স্টুডেন্টস হেলথ হোম। পাশাপাশি নিজেকে আরও বেশি করে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করাও লক্ষ্য। তাই ছাত্রদের শাশ্বত অধিকার অক্ষুণ্ণ রেখে সর্বসাধারণের জন্য চালু হয়েছে ন্যায্য মূল্যে হাসপাতাল – কলকাতায় মৌলালীর নিজ বাড়িতে।

যথারীতি বিরাট অর্থ ব্যয়ে ধামাকা প্রচার নেই, তা লক্ষ্যও নয়। কারণ মুনাফাকামী স্বাস্থ্য ব্যবসার সে খরচ তো আর্ত মানুষের ঘাড় ভেঙেই ওঠে। তাই হোম দরদী সকলকে এর প্রচারের দায়িত্ব নিতে হবে।

ভিজিট সাধারণ চিকিৎসক ৩০০ টাকা, বিশেষজ্ঞ ৪০০ এবং অতিবিশেষজ্ঞ ৬০০ টাকা, কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। প্রায় সমস্ত বিষয়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রয়েছেন। সদস্য ছাত্রছাত্রীরা বরাবরের মতোই বিনামূল্যে দেখাতে পারছে। বহির্বিভাগে তাদের ওষুধ মেলে দৈনিক ৫ টাকার বিনিময়ে। অতিমারী পেরিয়ে তাদের আসার সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান।

ডাক্তারবাবুদের দেখাতে যে কোনো কাজের দিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে ৯০৭৩৪৯২৮৬৬ ও ৯০০৭২৭২৮৬৬ এই নম্বরগুলিতে ফোন করলেই হবে। ডিজিটাল এক্সরে, ইসিজি, ইইজি, পিএফটি ওল প্যাথোলজির নানাবিধ পরীক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে।

হোম হাসপাতালের চার্জ রয়েছে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের ধরা ছোঁয়ার মধ্যেইথ। যেমন – সাধারণ বেড ভাড়া দৈনিক ৭৫০/- ও এসি বেড ভাড়া দৈনিক ১৫০/-। হোমের চিরাচরিত অপারেশন থিয়েটার নিজস্ব উৎকর্ষতা নিয়ে সামিল থাকছে। আই সি ইউ, ডায়ালিসিস প্রভৃতি পরিষেবাও অচিরেই যুক্ত করার চেষ্টা চলছে।

চাকচিক্যের প্রতি আকর্ষণের বিনিময়ে নিজের অসুস্থ শরীরটাকে বাজি না রাখতে চাইলে উচ্চবিত্ত মানুষেরও পছন্দসই হয়ে উঠতে পারে এই হাসপাতাল। কারণ এখানে কেউ তাঁদের পকেটের দিকে তাকিয়ে থাকার নেই। মেডিক্লেম ব্যবস্থাপনা যদিও থাকবে তবু হোমের যেহেতু ব্যক্তি বা কোম্পানি মালিক নেই তাই মুনাফার দায়ও নেই – যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই চিকিৎসা, ঠিক ততদিনই হাসপাতাল বাস।

এসব কিছুর উর্দ্ধে সদস্য ছাত্র–ছাত্রীরা এই হাসপাতালে বরাবরের মতোই প্রায় নিখরচায় পরিষেবা পাবে। তাদের ক্ষেত্রে বেড ভাড়া দৈনিক ৩০ টাকা, ওষুধ দৈনিক ১০টাকা। কোনও ক্ষেত্রেই তাদের পরিষেবা খরচ একটুও বাড়ছে না। বরং সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিয়ে যদি কোনও উদ্বৃত্ত উপার্জিত হয় তাও ব্যবহৃত হবে সদস্য ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনেই , কারণ স্টুডেন্টস্ হেলথ হোমের প্রকৃত মালিক তো তারাই।

স্টুডেন্টস্ হেলথ্ হোম — উৎসব ২০২২ (অনুষ্ঠান সূচী)

বিভাগ – ক (প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণী)

১) রবীন্দ্রনৃত্য ঃ- তোরা যে যা বলিস ভাই.....। সময় ঃ ৩ মিনিট

২) আবৃত্তি ঃ- আমার মামার বাড়ি ; কবি — জসীমউদ্দিন

৩) বসে আঁকো ঃ- বিষয় — তোমার চারপাশের ছবি। সময় ঃ ১ ঘন্টা

বিভাগ – খ (পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণী)

১) নৃত্য ঃ- নিম ফুলের মউ পিয়ে। (৩ মিনিট)

২) আবৃত্তি ঃ- খুকু ও খোকা ; কবি — অন্নদাশংকর রায়।

৩) বসে আঁকো ঃ- যে কোনো মেলার ছবি। সময় ঃ ১ ঘন্টা।

বিভাগ – গ (সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী)

১) আবৃত্তি ঃ- খুকি ও কাঠবেড়ালি ; কবি — কাজী নজরুল ইসলাম

২) রবীন্দ্র সঙ্গীত ঃ- ও জোনাকি কি সুখে ঐ ডানা দুটি মেলেছো

৩) বসো আঁকো ঃ- খোকা গেল মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কূলে

বিভাগ –ঘ (নবম ও দশম শ্রেণী)

১) আবৃত্তি ঃ- নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ; কবি — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২) নজরুলগীতি ঃ- শিকল পরা ছল্ মোদের এই

৩) প্রবন্ধ ঃ- ২৫০তম জন্ম দিবসে রাজা রামমোহন রায় ও বর্তমান সময় (৭৫০ শব্দ)

বিভাগ – ঙ (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী)

১) আবৃত্তি ঃ- একটি মোরগের কাহিনী ; কবি — সুকান্ত ভট্টাচার্য

২) অতুলপ্রসাদের গান ঃ- ওঠো গো ভারত লক্ষ্মী

৩) বিতর্ক ঃ- সভার মতে, বর্তমান সময়ে শ্রেণি কক্ষে শিখনের চেয়ে অনলাইন শিক্ষা বেশি কার্যকরী (৩ + ১ মিনিট)

বিভাগ – চ (কলেজ – বিশ্ববিদ্যালয়)

১) আবৃত্তি ঃ- একুশে ফেব্রুয়ারী; কবি — আব্দুল গফফার চৌধুরী

২) রবীন্দ্রসঙ্গীত ঃ- জয় তব বিচিত্র আনন্দ

৩) তাৎক্ষণিক বক্তৃতা

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

১। **যোগাসন —**

ক – বিভাগ — ১০ বছর থেকে ১৩ বছর

খ – বিভাগ — ১৩ বছর থেকে ১৬ বছর

প্রত্যেকটি বিভাগ ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের জন্যই।

মোট আটটি আসন থাকবে, তার মধ্যে যে কোনো পাঁচটি আসন করতে হবে।

২। খো-খো প্রতিযোগিতা

বিদ্যালয় স্তরের ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করতে পারবে।

National Dengue Day

Dr. Debasish Biswas, *Ex-HoD, Entronologist, Kolkata Corporation*

The Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, has designated 16th May as the National Dengue Day, the aim of which is to spread awareness among the people about management and prevention of dengue. We should observe this day every year.

Spread primarily by Aedes aegypti and secondarily by Aedes albopictus, dengue [a mosquito-borne viral disease] has become a public health problem of considerable global concern. Prior to 1970, only 9 countries would report outbreaks of severe dengue, but now over 100 countries in Africa, America, Southeast Asia, Europe and the Pacific report such outbreaks.

Just a few interesting pointers about the female Aedes aegypti [the primary transmitter of dengue, etc] before I move on to a discussion on the statistics of the real dengue-burden. The life span of this wily creature is 14-21 days. She takes one single blood-meal from multiple hosts. Once infected with dengue virus, she remains so for the rest of her life and transmits the virus to her offspring through eggs [this phenomenon is called transovarial transmission]. She could lay eggs in as little as half-a-centimetre of still water. Her eggs could survive for 1-3 years without water. And she can fly 50 to 400 metres in a day, which indicates that a dengue virus-bearing Aedes aegypti female could bite any person living within the area of 7857 square metres to 5,02,857 square metres.

Going by a report of the World Health Organization [WHO], from 2000 to 2008, the average annual number of dengue cases was 16 lakh 56 thousand 870, or nearly three-and-a-half times the figure for 1990-1999, which was 4 lakh 79 thousand 848. The annual figure now stands at 5 to 10 crores with 24 thousand deaths. But this is not the reality. Truly speaking, we still do not know how many people around the world actually become infected with dengue and how many of them die every year.

The lack of information is of course due to underreporting and mis-classification of many cases. One recent estimate indicates that globally there occur as many as 39 crore dengue infections each year, which is more than three times the global dengue-burden estimate of the WHO. Of the 39 crore dengue patients, 9 crore 60 lakh show symptoms of the disease, the rest 29 crore 40 lakh patients [75%] remain asymptomatic [these symptomless patients act as silent spreaders of dengue virus through Aedes mosquitoes].

Nearly 50% of the global population [390 crores out of 790 crore global populace living in 128 countries] are at the risk of dengue infection.

As regards the Indian scenario, please note, the situation is quite grim. Officially, 16 thousand 517 people of the country became infected with dengue in 1996. In 2021, the figure rose to 1 lakh 93 thousand 245 patients, about 12 times more than in 1996 [the number of deaths registered during this period was over 3300]. But we should not assess the country's dengue-burden based on these official statistics.

According to a study published in the December 2014 issue of the American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, there occurred an annual average of 57 lakh 78 thousand 406 clinically diagnosed dengue cases between 2006 and 2012, which was 282 times the number reported by India per year [i.e. 20 thousand 474 dengue cases]. Once considered an urban and semi-urban disease, dengue has become endemic in rural areas of India as well due to water storage practices and large-scale development activities in rural areas, increasing the scale of the dengue challenge in the country.

The impact of dengue on India's economy is huge. In 2012, the total annual medical cost was rupees 3123 crore 60 lakh [18% of the cost for treatment at ambulatory settings and 82% for treatment of hospitalised patients].

The commonly asked question is, why are the cases of dengue steeply rising around the world? The reasons are many but the tangible ones are: lack of political will, phenomenal multiplication of the number of automobiles, uncontrolled and unplanned urbanisation, population growth, deterioration of public health infrastructure; substandard housing, crowding, and deterioration in water, sewer, and waste management systems; lack of effective mosquito control, increased air travel, increased shipping and trade, insecticidal resistance and lack of resources.

There is no specific treatment for dengue. An effective vaccine against dengue is still not in sight. What we need to do is to control the population of Aedes mosquitoes to prevent dengue and the most effective means of achieving this is to destroy Aedes larvae which are found mostly in man-made containers in and around human dwellings.

Masonry tanks, earthen pitchers, cisterns, unused commodes, vats, buckets. iron/syntax drums, tin cans, jars, tyres, tree-holes, coconut shells, defunct artificial fountains, discarded bottles, tea-cups, flower vases, trays under refrigerators, flower pots, plastic cups, etc are some of the common breeding sources of Aedes aegypti, which people can manage with ease.

Community apart, Railways [E & SE], Metro Railways, BSNL, P&T, CPT, Command Hospital, National Library, LICI, GST Bhawan, BSF, Fort William, Irrigation and Waterways, Police, PWD, WBTC, FCI, SWM, Engineering, Building, S&D, Environment & Heritage, Education and other departments too need to come forward. To win the fight against dengue we need to mount a united fight. Such a gigantic work cannot be accomplished by the Health Department alone.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলামের সম্প্রীতি ভাবনা : আজও কতটা প্রাসঙ্গিক

''ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সেজন মারে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো,
শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো।'' **(ধর্ম মোহ)**

''একথা মানিতেই হইবে আমাদের দেশে ধর্ম লইয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা কঠিন বিরুদ্ধতা আছে। যেখানে সত্যভ্রষ্টতা সেইখানেই অপরাধ, যেখানে অপরাধ সেইখানেই শাস্তি। ধর্ম যদি অন্তরের জিনিস না হইয়া শাস্ত্রমত ও বাহ্য আচারকেই মুখ্য করিয়া তোলে তবে সেই ধর্ম যত বড়ো অশান্তির কারণ হয়, এমন আর কিছুই না। ..... একদিন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দেশহিতসাধনের একই রাষ্ট্রীয় আইডিয়াল যদি আমাদের রাষ্ট্রতন্ত্রে বাস্তব হইয়া ওঠে তবে সেই অন্তরের যোগে বাহিরের সমস্ত পার্থক্য তুচ্ছ হইয়া যাইবে।'' — **(ছোট ও বড়ো)**

''যতদিন আমাদের মধ্যে ধর্মবোধ সহজ ছিল ততদিন গোঁড়ামি থাকা সত্ত্বেও কোন হাঙ্গামা বাঁধেনি। কিন্তু এক সময়ে যে কারণেই হোক, ধর্মের অভিমান যখন উগ্র হয়ে উঠল তখন থেকে সম্প্রদায়ের কাঁটার বেড়া পরস্পরকে ঠেকাতে ও খোঁচাতে শুরু করলে।..... ধর্মমত ও সমাজরীতি সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানে শুধু প্রভেদ নয়, বিরুদ্ধতা আছে, একথা মানতেই হবে। অতএব আমাদের সাধনার বিষয় হচ্ছে, তৎসত্ত্বেও ভালরকম করে মেলা চাই। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ আমাদের না হলে নয়।'' — **(হিন্দু-মুসলমান)**

''মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান।
মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তাহার প্রাণ।।
এক যে আকাশ মায়ের কোলে
যেন রবি শশী দোলে,
এক রক্ত বুকের তলে, এক যে নাড়ির টান।।'' **(হিন্দু-মুসলমান)**

''হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের অশ্রদ্ধা দূর করতে না পারলে যে এ পোড়া দেশের কিছু হবে না। এ আমিও মানি। এবং আমিও জানি যে একমাত্র সাহিত্যের ভেতর দিয়েই এ অশ্রদ্ধা দূর হতে পারে।'' —

(অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খানকে লেখা পত্রের অংশ)

''নদীর পাশ দিয়ে চলতে চলতে যখন দেখি, একটা লোক ডুবে মরছে, মনের চিরন্তন মানুষটি তখন এ প্রশ্ন করবার অবকাশ দেয় না যে, লোকটা হিন্দু না মুসলমান! একজন মানুষ ডুবছে, এইটেই হয়ে ওঠে তার কাছে বড়, যে ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীতে হিন্দু যদি উদ্ধার করে দেখে লোকটা মুসলমান, বা মুসলমান যদি দেখে লোকটা হিন্দু - তার জন্য তো আত্মপ্রসাদ এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় না। তার মন বলে, আমি একজন মানুষকে বাঁচিয়েছি — আমারই মতো একজন মানুষকে।'' — **(গণমাধ্যম ১৬ ভাদ্র, ১৩৩৩)**

প্রাণায়াম ও যোগাসন

অসিত আইচ *(যোগশিক্ষক)*

প্রাণায়াম কেন করবো —

১) প্রাণই প্রাণের খাদ্য, প্রাণই প্রাণের রক্ষাকর্তা।
২) যেদিন মানুষ প্রকৃতির এই অক্ষয় ভান্ডার স্বরূপ আলো, বাতাস থেকে স্বীয় দেহ রক্ষা করবার প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু অনায়াসে সংগ্রহ করতে শিখবে, সেই দিন মানব সভ্যতার প্রগতি অন্য মাত্রা পাবে।
৩) প্রাণবায়ু প্রচুর প্রাণশক্তির সঞ্চয়ের দ্বারা দেহকে প্রাণবন্ত করে তোলে।
৪) দেহের অসংখ্য নাড়ীগুলিকে সতেজ ও সরল করে তোলে (সাড়ে তিন লক্ষ কোটি থেকে তিন লক্ষ বিরানব্বই হাজার কোটি নাড়ীপথ আছে, এদের মূল শক্তি অক্সিজেন ও খাদ্যরস, ফলে দেহমন সুস্থ থাকবে)।
৫) প্রাণায়াম অভ্যাস করে, আমাদের ফুসফুসকে সতেজ সবল করতে পারি। এই প্রাণবায়ু থেকেই খাদ্যপ্রাণ সংগ্রহ করে দেহের পুষ্টি সাধন করতে পারি।
৬) প্রাণায়াম দ্বারা ফুসফুস সবল ও শক্তিশালী হলে হৃৎপিণ্ডকেও সুস্থ ও শক্তিশালী করে তোলে। ফলে মানুষ হয় প্রাণবন্ত, মস্তিষ্ক হয় সতেজও শক্তিশালী।
৭) প্রাণায়াম রক্তসঞ্চালন ও পরিশোধন কার্যে সাহায্য করে, কারণ Heart ও Lung transformer and Purifier এর কাজ করে।
৮) পৃথিবীর এই অক্সিজেন মিশ্রিত বায়ুই শরীর রক্ষার উপাদান। শরীরকে তাজা ও সতেজ রাখার অদ্বিতীয় উপাদান।
৯) ত্বক ও মুখশ্রী সতেজ ও সুন্দর করে রাখে এই প্রাণায়াম।
১০) স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাসে জীব জগৎ বেঁচে থাকে। প্রাণায়ামে অনেক বেশী ভাল থাকা যায়, কারণ প্রাণায়ামে শরীরের মধ্যে অনেক বেশী Vital Air প্রবেশ করে, যার ফলে শরীর অনেক ভাল থাকে।
১১) জীবশ্রেষ্ঠ মানবজাতির এই মান জীবনকে দীর্ঘজীবি করবার এবং অমরত্ব দান করবার অপূর্ব পদ্ধতি আছে এই প্রাণায়ামের ভিতর।
১৩) যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আঁশ।

কেন যোগাসন করবো —

১) চিত্তবৃত্তি নিরোধ করতে সাহায্য করে।
২) অনুশাসনে থাকতে শেখায়।
৩) বিনা ঔষধে শরীর ও মন সবল রাখে।
৪) গুরুজনে, বিদ্বজনে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে শেখায়।
৫) দীর্ঘজীবন, দীর্ঘায়ু ও দীর্ঘযৌবন ধরে রাখে।
৬) মনকে স্থির ও নির্বিরোধ করে রাখে, চারিপার্শ্বের লোভ, লালসা ও বাহ্যিক বিনোদনের আকর্ষণ থেকে মুক্ত রাখে।
৭) সুন্দর সমাজ ও দেশ গঠনে সাহায্য করে, নিজে সুস্থ থেকে ও অপরকে সুস্থ রেখে।
৮) অপরকে সাহায্য, সহযোগিতা করবার মানসিকতা তৈরী করে। সহানুভূতিশীল মন তৈরী করে।
৯) আত্মসুখসর্বস্ব মানুষ তৈরী হয় না। পরার্থে জীবন উৎসর্গ করতে পারে।
১০) সমাজের মানুষ যোগীগণকে সমাদৃত করে, কারণ যোগীগণ মিতাচারী, মিতমধুরভাষী ও সজ্জন হয়।
১১) মানবতা বোধকে উন্নত করবার সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি আছে এই যোগাসনে।

কেন্দ্রীয় হোমের কর্মসূচী

১) ৭/০৪/২০২২ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে স্টুডেন্টস হেলথ হোমে সর্বসাধারণের জন্য অন্তর্বিভাগ উদ্বোধন হল। এই অভিনব উদ্যোগকে উৎসাহ দিতে বিভিন্ন দাতা তাৎক্ষণিক ভাবে ২ লাখ ১০ হাজার টাকা দান করলেন। আরও ১ লাখ ৫০ হাজার দিতে ওই দিনই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন আরও দুজন অতিথি।

অধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক, অন্য শিক্ষকমন্ডলী, বিশিষ্ট চিকিৎসকবৃন্দদের সমন্বয়ে ঠিক যেন চাঁদের হাট বসেছিল সেদিন। শারীরিক বাধা উপেক্ষা করেই জেলা থেকে ছুটে এসেছিলেন হোমের কয়েকজন প্রাক্তন নেতাও।

২) ১৬/০৫/২০২২ থেকে স্টুডেন্টস্ হেলথ হোমের অপারেশন বিভাগ চালু হলো। উদ্বোধন করলেন হোমের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির প্রবীণতম সদস্য মানস দাশগুপ্ত। ছিলেন সাধারণ সম্পাদক ডাঃ পবিত্র গোস্বামী, ডাঃ তাপস ঘোষ ও ডাঃ গৌতম দাস।

স্টুডেন্টস্ হেলথ হোম'র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তাদের হাসপাতালকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা হবে সাধারণ মানুষের জন্য। পরবর্তীকালে আইসিইউ পরিষেবা শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। একক বা যৌথ উদ্যোগে ডায়ালিসিস, রিহ্যাব ক্লিনিক, নিউক্লিয়ার মেডিসিন ক্লিনিক প্রভৃতি চালু করার ইচ্ছা আছে। অর্থের অভাবে বহু মানুষ চোখের চিকিৎসা করাতে পারেন না। সেইসব প্রান্তিক মানুষরা যাতে সঠিক চিকিৎসা পান তার জন্য চোখের বহির্বিভাগ শুরু করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

৩) ছাত্রদরদী শিক্ষক ও সমাজমুখী তরুণ স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে ২৪/০৫/২০২২ 'হাতে কলমে স্বাস্থ্য পরীক্ষা' শিক্ষার প্রথম কর্মশালা কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। আগামীদিনে পরে তা জেলা স্তরে নিয়ে যাওয়া হবে।

এই কর্মশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট লেখিকা ও সমাজসেবী নার্গিস সাত্তার। তিনি ছাত্রছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচর্যার ওপর অংশগ্রহণকারীদের বিশেষ জোর দিতে বলেন। কর্মশালার শুরুতে মানসিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা নিয়ে আলোচনা করেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বাপ্পাদিত্য চৌধুরী এবং সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলর শ্রী সুব্রত ভট্টাচার্য্য। কী কী বিষয় চিহ্নিত করলে একজন শিক্ষক ছাত্র বা ছাত্রীকে কাউন্সেলর বা চিকিৎসকের কাছে পাঠাবেন তা শেখান ডাঃ চৌধুরী। কাউন্সেলিং সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বোঝাপড়া এবং অভিভাবকদের সচেতন করার বিষয়গুলি উপস্থাপিত করেন শ্রী সুব্রত ভট্টাচার্য।

শারীরিক স্বাস্থ্য নিয়ে সমীক্ষায় কীভাবে রক্তাল্পতা, জন্ডিস, ইডিমা, ক্লাবিং ইত্যাদি সাধারণ অথচ

এরপর ৩য় পাতায়

ISO 9001:2015
MC-4648
A I DIAGNOSTICS Pvt. Ltd.
Empowering Healthcare
An NABL Accrediated Laboratory
Pratanu Biswas
Director
53/1D, Chaul Patty Road, Beleghata, Kolkata - 700010
Phone : 8368387662, Landline : 033-2374 1774
E-mail : pratanu84@gmail.com | allergyimmuno@gmail.com
Website : www.aidiagnostics.co.in

৩য় পাতার পর..... কেন্দ্র / আঞ্চলিক কেন্দ্রের কর্মসূচী

গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলিকে চিহ্নিত করে রোগকে একবারে শুরুতেই প্রতিরোধ করা যায় তা হাতে কলমে শেখান ডাঃ মৌমিত্র গুহ এবং ডাঃ সব্যসাচী রায় এবং হোমের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ পবিত্র গোস্বামী।

এই স্বাস্থ্য সমীক্ষা পত্রের মাধ্যমে বিদ্যালয় স্তরে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কাদের চিকিৎসক বা স্বাস্থ্য সকর্মীর পরামর্শ প্রয়োজন তা চিহ্নিত করার কাজে কী ধরনের সমস্যা বাস্তবে মোকাবিলা করতে হয় তা নিয়ে প্রশ্নোত্তর ও আলোচনায় অংশে নেন শিক্ষিকা শ্রীমতী সুনীতা শ্রীবাস্তব ও শিক্ষক চন্দন নস্কর। মহিলা ও ছাত্রীদের স্বাস্থ্যের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আরও নির্দিষ্টভাবে বোঝান ডাঃ সুরুপা দাশগুপ্ত। বাস্তব উদাহরণ থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আধুনিকতম বোঝাপড়ার নিরীখে তিনি শিক্ষক শিক্ষিকারা কীভাবে ছাত্রীদর স্বাস্থ্যে যত্নবান হতে পারেন তার পরামর্শ দেন তিনি। ডাঃ উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনা করেন আপদকালীন পরিস্থিতিতে ফার্স্ট এইড বিষয়ে।

এদিনের কর্মশালার স্বাগত ভাষণ দেন হেলথ হোমের সভাপতি ডাঃ গৌতম মুখোপাধ্যায় এবং ঘরে ফেরার বার্তা রাখেন হোমের কার্যকরী সভাপতি ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য। সমগ্র কর্মশালাটি পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ডাঃ পবিত্র গোস্বামী। উপস্থিত ছিলেন শ্রী অভয় ঘোষাল, শ্রী শ্যামল সাহা এবং শ্রী সঞ্জয় ব্যানার্জী প্রমুখ হেলথ হোম নেতৃত্ব।

৪) ১৪/০৬/২০২২, **বিশ্ব রক্তাদাতা দিবস** — রক্তদান, সংগ্রহ ও বন্টনকে আরও বেশি স্বচ্ছ ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন করার আবেদন জানালো স্টুডেন্টস হেলথ হোম। মঙ্গলবার বিশ্ব রক্তদাতা দিবসে প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর মৌলালিতে। এক আলোচনা সভা ও কর্মশালার আয়োজন করা হয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে। রক্তদান, সংগ্রহ ও বন্টনে আরও বেশি করে সরকারি উদ্যোগের আবেদন জানিয়ে আগামী দিনে প্রয়োজনীয় আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয় এই কর্মশালার দুটি অধিবেশনের মাধ্যমে। রাজ্যব্যাপী স্টুডেন্টস হেলথ হোম-এর সংগঠক সহ কলকাতার ১৫টি ক্লাব এই কর্মশালায় অংশ নেয়। কর্মশালা ও আলোচনাসভার উদ্বোধন করেন ডাঃ স্বরাজ হালদার। স্বাগত ভাষণ দেন স্টুডেন্টস হেলথ হোম-এর সভাপতি ডাঃ গৌতম মুখোপাধ্যায়। কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য রক্ত নিরাপত্তা বিভাগের (ব্লাড সেফটি) যুগ্ম অধিকর্তা ডাঃ গোপাল বিশ্বাস। এদিন শুরুতে 'আজকের স্টুডেন্টস হেলথ হোম' শীর্ষক একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন হয়। সেখানে বিগত বছরগুলিতে এই প্রতিষ্ঠানের প্রবহমান ধারার বিভিন্ন কর্মকান্ড প্রদর্শিত হয়। এরপর প্রথম অধিবেশনে 'রক্তদান শিবির আয়োজন সমস্যা ও সম্ভাবনা' বিষয়ে আলোচনা হয়। সঞ্চালনা করেন সুনীতা শ্রীবাস্তব, সারাংশ পেশ করেন সঞ্জয় ব্যানার্জি। দ্বিতীয় অধিবেশনে 'সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কিং-কে শক্তিশালী করো' — এই শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন আলোচকরা। সঞ্চালনা করেন শ্যামল সাহা, সারাংশ পেশ করেন চন্দন নস্কর। অনুষ্ঠান শেষে বক্তব্য রাখেন ডাঃ সুরূপা দাশগুপ্ত এবংস্টুডেন্টস্ হেলথ হোম-এর সাধারণ সম্পাদক ডাঃ পবিত্র গোস্বামী। উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী সভাপতি ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য্য। ডাঃ পবিত্র গোস্বামী জানান, স্টুডেন্টস হেলথ হোম-এর উদ্যোগে এরপর জেলাগুলিতেও কর্মশালা ও আলোচনাসভা আয়োজিত হবে।

আঞ্চলিক কেন্দ্রের খবর

বহরমপুর —

২২/০৫/২০২২ জেলার জন বিজ্ঞান ও জন স্বাস্থ্য আন্দোলনের অগ্রণী সৈনিক প্রয়াত সুনীতিকুমার বিশ্বাস স্মরণে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা ও স্টুডেন্টস হেলথ হোম বহরমপুর আঞ্চলিক কেন্দ্র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে ৬ জন মহিলা সহ ৫১ জন রক্তদান করেন। এই শিবিরে ১৩ জন রক্তদাতা প্রথমবারের রক্তদান করেন। বরিষ্ঠ নাগরিক শ্রী নীতিষ কুমার রায় (৬৫ বছর) এই শিবিরে রক্তদান করেন। এটি তার জীবনে ৫৭ তম রক্তদান। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ অমিয় কুমার বেরা।

০১/০৬/২০২২ তারিখ স্টুডেন্টস হেলথ হোম, বহরমপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত শ্রী প্রভাত রায় চৌধুরী মহাশয় এর জন্ম দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজন করা হয়েছিল প্রাথমিক চিকিৎসা পরিষেবার কর্মশালা। কর্মশালার শুরুতে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি শ্রী শ্যামল সাহা মহাশয়, বহরমপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রের প্রাক্তণ সভাপতি ছবি রঞ্জন মজুমদার মহাশয় এবং সংগঠক শ্রী দীপক বিশ্বাস ও শ্রী পল্লব চৌধুরী। ১৬টি সদস্য প্রতিষ্ঠান থেকে ৫২ জন শিক্ষার্থী এবং ২০ জন শিক্ষক শিক্ষিকা প্রথম পর্যায়ের এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। একদিনের ৬ ঘন্টা ব্যাপী এই কর্মশালায় ডাঃ দিশারী বিশ্বাস, ডাঃ সঞ্চিতা মন্ডল, ডাঃ সুমন্ত কুমার সাহা মহাশয়, সিস্টার অরুণা ভট্টাচার্য্য, ব্লাড ডোনার মোটিভেটর শ্রী অশোক কুমার নাথ, সিস্টার অঞ্জলি সরকার, শিক্ষিকা শ্রীমতি মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। কর্মশালায় হাতে-কলমে বিভিন্ন বিষয়গুলি করে দেখান হোমের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক স্বেচ্ছাসেবিকাবৃন্দ।

২৪/০৬/২০২২, স্টুডেন্টস্ হেলথ হোম বহরমপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সদস্য প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য সমীক্ষা এবং হোমের হাসপাতালের প্রচারের কর্মসূচী রূপায়ণ করা হয়। অনুষ্ঠানে পূর্ণ সহযোগিতা করেন ডঃ সুপম মুখার্জী। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে মুখ্য আলোচক ছিলেন ডাঃ অরিন্দম চক্রবর্তী।

মালদহ —

স্টুডেন্টস হেলথ হোম মালদা ও রোটারি ক্লাব অব ম্যাংগো সিটি, মালদা এর যৌথ উদ্যোগে ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে একটি ট্যাবলোর মাধ্যমে রিবেশ সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান সংগঠিত করা হবে ইংরেজবাজার পৌর এলাকাজুড়ে।

কাটোয়া —

৩/০৬/২০২২ থেকে ৫/০৬/২০২২, অনুষ্ঠিত হল ৩ দিনের রক্ত দাতা উদ্বুদ্ধকরণ সার্টিফিকেট কোর্স, কাটোয়া স্টুডেন্টস হেলথ হোমে। মোট ৪০ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। অ্যাসোসিয়েশন অব ভলান্টারী ব্লাড ডোনার, কোলকাতা থেকে ৩ জন শিক্ষিকা পরিচালনা করেন।

কাকদ্বীপ —

স্টুডেন্টস হেলথ হোমের রক্তদান আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে মৌশুনি দ্বীপে রক্তদান শিবির।

প্রকৃতিক দুর্যোগের ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করে আম্ফান, ইয়াস বিধ্বস্ত মৌশুনী দ্বীপে কবিগুরুর জন্মদিনে রক্তদান শিবির বাগডাঙা সবুজ সংঘ ও নবদিগন্তের আয়োজনে। এই শিবিরে রক্ত দিয়েছেন ১৫১ জন মহান রক্তদাতা।

উত্তর কোলকাতা আঞ্চলিক কেন্দ্র —

জীবনশৈলী কর্মশালা — স্টুডেন্টস হেলথ হোম উত্তর কোলকাতা আঞ্চলিক কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় মৌলালিতে ১৬-১৮ মে তিনদিন ধরে চলল বয়ঃসন্ধিকালের ছাত্রছাত্রীদের জীবনশৈলী কর্মশালা। নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ দিলেন চিকিৎসক, মনোবিদ, অধ্যাপকরা। কীভাবে নেতিবাচক আবেগের মোকাবিলা করতে হয় তার পাঠ দিলেন মনোবিদরা। আবার জনস্বাস্থ্যের পাঠ চলল, জল, বায়ু ও পতঙ্গবাহিত রোগ সম্পর্কে আলোচনায়। মিউজিক থেরাপিতে কীভাবে নৃত্য, গান, আঁকা মনকে নির্ভেজাল আনন্দ দিতে পারে, তাও জানানো হয়। স্বেচ্ছায় রক্তদানের প্রয়োজনীয়তা, বিয়ের আগে থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা কতটা জরুরী, সে সম্পর্কেও পরামর্শ দেওয়া হয়।

কোলকাতা আঞ্চলিক কেন্দ্র —

২৫/০৪/২০২২, অনুষ্ঠিত হয় কোলকাতা আঞ্চলিক কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা দিবস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সদস্য প্রতিষ্ঠানের ৩০ জন শিক্ষক শিক্ষিকা, ও শিক্ষাকর্মী। অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করেন আর্যকন্যা মহাবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী লিপিকা বরাট আদিত্য। উপস্থিত সদস্যরা একটি ছোট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

৯/০৫/২০২২, রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করা হল আর্যকন্যা মহাবিদ্যালয়ে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ প্রফেসর রুণা ঘোষ চট্টোপাধ্যায় (অধ্যাপক হরিমোহন ঘোষ কলেজ) এবং হোমের কার্যকরী সভাপতি ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য্য। উক্ত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করলেন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ষাটোর্দ্ধ ছাত্রছাত্রী।

১৪/০৫/২০২২ ক্যালকাটা গার্লস কলেজে বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সমস্যা বিষয় সেমিনার এবং থ্যালাসেমিয়া বাহক নির্ণয় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হল। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজের স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞা ডাঃ ইন্দ্রানী দাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হোমের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ পবিত্র গোস্বামী, আঞ্চলিক কেন্দ্রের সম্পাদিকা শ্রীমতী সুনীতা শ্রীবাস্তব। এসএসকেএম হাসপাতালের থ্যালাসেমিয়া কন্ট্রোল ইউনিটের মাধ্যমে ৫৪ জন ছাত্রীর থ্যালাসেমিয়া বাহক নির্ণয় পরীক্ষা করা হল।

৯/০৬/২০২২ থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় কোলকাতার আইটিআই কলেজে।

১১/০৬/২০২২ মধ্যমগ্রামের পায়রাডাঙ্গা গৌড়ীয় মঠে অনাথ বালিকাদের থ্যালাসেমিয়া এ্যাওয়ার্নেস ও বাহক নির্ণয় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের থ্যালাসেমিয়া বিভাগ দ্বারা। ৯৩ জন অনাথ বালিকার এই পরীক্ষা করা হয়েছিল।

সুকান্তের প্রতি

সুপ্রকাশ দাস, *ছাত্র, মিত্র ইনস্টিটিউশন*

এখনও আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি
প্রত্যেক নিভৃত ক্ষণে মদিরতা ছড়ায় যথারীতি।
এখনো তোমার কবিতায় সহসা উদ্বেল হয়ে পড়ি,
নির্ভয়ে উপেক্ষা করি জঠরের নিঃশব্দ ভ্রূকুটি।
যখন স্বাধীন হওয়ার শেষ লড়াইয়ের ডঙ্কা
উঠেছিল বেগে, কোনো দিকেই ছিল নাকো কোনো শঙ্কা।
ভারতবর্ষের সেপাইদেরও উঠেছে বেজে বাদ্য
নতুন করে বিদ্রোহ আজ, কেউ হবে না বাধ্য।
যখন ওনাদের স্মরণ করি, স্মরণ করি নিত্য-
ওঁনাদের নামে, ওঁনাদের পণে শানিয়ে তুলি চিত্ত
তোমার কবিতাতেই নানাসাহেব, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মী।
এঁদের নামেই দৃপ্ত কিশোর, খুলবে এদের চোখ কি?
যখন বর্তমান বিপন্ন আজ, জানি সে নিরণ্ন জীবন
মৃত্যুরা প্রত্যহ সঙ্গী, নিয়ত শত্রুর আক্রমণ।
তোমার কবিতায় রক্তের আলপনা আঁকে, কানে বাজে আর্তনাদের সুর;
তবুও আজ সুদৃঢ় আমি, আমি এক ক্ষুধিত মজুর,
তোমার কবিতায় গন্ধ এনেছে তীব্র নেশায়, ফেনিল মদির
তবে জোয়ার কি এল রক্ত নদীর?
তোমার কবিতায় জেগে উঠলো ছেলে-বুড়ো নব্বই সন আগে
সিপাহী বিদ্রোহের আগুন হয়ে সারা দেশ ফেটে পড়ল রাগে।
আমার মনের গভীর অন্ধকারে তোমার সৃষ্টিরা থাকে জেগে
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটির স্বগত ভাবাবেগে
তুমি ছিলে এক দুর্ভিক্ষের কবি
দেখি প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি
আবার ফিরে আসবে তুমি, আমারো বিশ্বাস
শান্তির লালিত বাণী শোনাইবে না আর ব্যর্থ পরিহাস
করিবে আবার ১৮কে আহ্বান
শুনতে চাই আমি আবার তোমার সেই হার না মানার গান।

স্টুডেন্টস্ হেলথ্ হোম-এর সাধারণ সম্পাদক ডাঃ পবিত্র গোস্বামী কর্তৃক প্রকাশিত এবং মডার্ণ গ্রাফিকা, ৪১, গোকুল বড়াল স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১২ থেকে মুদ্রিত। ফোন ঃ ৯৮৩১৮৫১৮৯৭